৩৪

দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... JUN 26 2006 ...
পৃষ্ঠা ... ২০ কলাম ৪ ......

চট্টগ্রামে গোল্ডেন জিপিএ-৫ প্রাপ্তদের ভর্তি-সংকট তীব্র হবে

ট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥
গ্রাম বোর্ড থেকে এসএসসি পরীক্ষায়
গ্রেড জিপিএ-৫ পেয়েও বিভাগ পরিবর্তন
[illegible]

সরকারি কলেজগুলোতে ভর্তির সুযোগ
না। এক্ষেত্রে বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদের সং
থাকছে প্রায় দেড় হাজারের মত। এ
অধিকাংশই বিভাগ পরিবর্তন ছাড়া সর
কলেজে ভর্তি হতে পারবে না। এ নিয়ে পরী
ফলাফলে আনন্দিত অভিভাবকরা দুশ্চি
ছাত্র-ছাত্রীদের বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস বিপদে
নেয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে।

এবারের এসএসসি পরীক্ষার ফলা
চট্টগ্রাম বোর্ড থেকে (১৯শ পৃঃ ৭-এর কঃ

চট্টগ্রামে গোল্ডেন

(২০শ পৃঃ পর)

জিপিএ-৫ পেয়েছে ৩ হাজার ৭২৫ জন। এর
বিজ্ঞানে ২ হাজার ৮৩৫, মানবিকে ৭১
ব্যবসায় শিক্ষায় ৮১৮ জন। চট্টগ্রাম মহানগ
সরকারি কলেজ রয়েছে ৫। এর মধ্যে
আসনের একটি মহিলা কলেজ রয়েছে।
কলেজগুলোতে আসনসংখ্যা প্রয়োজনের তু
অপ্রতুল। বিভিন্ন কলেজ সূত্রে জানা যায়, চ
সরকারি কলেজে আসন রয়েছে মোট ৭৫০।
মধ্যে বিজ্ঞান বিভাগে ৪০০ এবং মানবিকে ৩
সরকারি সিটি কলেজে আসন সংখ্যা বিজ্ঞানে ৪
মানবিকে দিবা শাখায় ৩০০ ও নৈশ শাখায়
এবং ব্যবসায় শিক্ষায় দিবা ও নৈশ শাখায়
করে। হাজী মুহাম্মদ মহসিন সরকারি কলেজে
আসন সংখ্যা ১ হাজার ২০০। এর মধ্যে বি
৪৫০, মানবিকে ৩০০ এবং ব্যবসায় শিক্ষায় ৪
এছাড়া ব্যবসায় শিক্ষার জন্য একমাত্র ক
সরকারি বাণিজ্য কলেজে আসন সংখ্যা ৬০০।

সব মিলিয়ে সরকারি কলেজগুলোতে
আসনসংখ্যা চার হাজারের বেশি নয়।
কলেজগুলোতে বিভাগ ভিত্তিক আসন সং
বৈষম্যের কারণে বিপাকে পড়েছে ছাত্র-ছাত্রী
এক্ষেত্রে বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের দুশ্চিন্তার
অনেকটা বেশি। এবারের পরীক্ষায় চট্টগ্রাম
বিজ্ঞান বিভাগ থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছে ২ হা
৮৩৫ জন। যার বিপরীতে নগরীর সর
কলেজগুলোতে বিজ্ঞানের জন্য আসন রয়ে
হাজার ৬১০টি। এক্ষেত্রে কপাল পুড়বে প্রায়
ছাত্র-ছাত্রীর। অন্যদিকে ব্যবসায় শিক্ষা বি
জিপিএ-৫ পেয়েছে ৮১৮ জন। কিন্তু ব্যব
শিক্ষার ছাত্র-ছাত্রীদের পছন্দের তালিকায়
থাকা সরকারি বাণিজ্য কলেজে সীট রয়েছে ৬
যার ফলে 'এ' প্লাস পেয়েও দুই শতাধিক শি
তাদের পছন্দের কলেজে ভর্তি হতে পারবে না

নগরীর সরকারি কলেজগুলোর
শিক্ষার্থীদের পছন্দের শীর্ষে চট্টগ্রাম কলে
কিন্তু এবার গোল্ডেন 'এ প্লাস' (সব বিষয়ে
প্লাস') প্রাপ্তদের অনেকেই এ কলেজে ভ
সুযোগ পাবে না।

সরকারি কলেজগুলোর অধ্যক্ষদের সাথে
বলে জানা যায়, প্রয়োজন থাকলেও অবকাঠামো
সুযোগ-সুবিধার অভাবে কোনভাবেই ক
আসন বাড়ানো সম্ভব নয়। এছাড়া কলেজগু
শিক্ষক সংকট তো রয়েছেই। চট্টগ্রাম কলে
অধ্যক্ষ প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম বলেন, ক
আসন বাড়ানোর বিষয়টি মন্ত্রণালয়ের
নির্ভরশীল। এছাড়া অবকাঠামোগত সুযোগ-সু
বৃদ্ধি না করে আসন বাড়ানো সম্ভব নয়।

মহানগরীর সরকারি কলেজগুলো
অন্য বেসরকারি নামী-দামী কলেজগুলো
এবার ভর্তি প্রক্রিয়া হবে অতি জটিল। পরী
ভাল ফলাফলের আনন্দের রেশ কাটতে
কাটতেই অভিভাবক ও ছাত্র-ছাত্রী উভ
রয়েছেন উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায়।